65

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 JUL. 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭ ......

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক সমাজের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। উপাচার্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের স্থায়ী কমিটির একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলাপকালে গত সোমবার প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। তিনি বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে যদি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে, তাহলে সেখানে আর সন্ত্রাস থাকতে পারবে না। তিনি বলেছেন, তাঁর দল সব সময় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। তিনি আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যোগ্য করতে ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষাঙ্গনে সর্বোচ্চ মাত্রায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস একটি বড় সমস্যা। এই সন্ত্রাসের কারণে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক রক্ত ঝরেছে। লেখাপড়া শিখতে এসে অনেক ছাত্র লাশ হয়ে ফিরেছে। সময়ের অপচয় হয়েছে। সাধারণ অগণিত ছাত্রছাত্রীর স্বাভাবিক লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ কলুষিত হয়েছে। সাধারণ শান্তিপ্রিয় ছাত্রছাত্রী সব সময় চেয়েছে শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। দেশবাসীও তাই চায়। পিতামাতা, অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠিয়ে বহু ক্ষেত্রেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। কখন কোথায় কি হয়ে যায়, কোথায় আবার জ্বলে ওঠে সন্ত্রাসের আগুন, সেই চিন্তায় থাকেন। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সাময়িকভাবে কমলেও এর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ প্রয়োজন। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাস, হানাহানি, রক্তপাত স্থায়ীভাবে বন্ধ করা প্রয়োজন। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাস নির্মূল এবং শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা ও পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্য ইতোপূর্বে দেশে রাজনৈতিক মহলসহ ছাত্র-শিক্ষক সমানভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন প্রচেষ্টাই স্থায়ী সুফল বয়ে আনেনি। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও রক্তপাত বন্ধ করার জন্য কোন কোন মহল ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার তাগিদ দিয়েছে। ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার না করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে। কিন্তু তার পরও সাময়িক বিরতি ছাড়া সন্ত্রাস সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়নি। সন্ত্রাসের আশঙ্কা পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় কেবল শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশই নষ্ট হয় না, যে ছাত্র সমাজ দেশবাসীর কাছে আদর্শবাদী বলে পরিচিত ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, তাদের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ সমস্ত কারণে দেশের সকল শিক্ষাঙ্গন থেকে নির্মূল করতে হবে সন্ত্রাস, নির্মূল করতে হবে রক্তপাত, হানাহানি। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। নিশ্চিত করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশের পরিবেশ, যাতে তারা যথাযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠে আসন্ন নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে। দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে এ প্রসঙ্গে বলা চলে— দেশের উন্নয়নের জন্য একই সঙ্গে চাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। গত রবিবার বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) নির্বাহী কমিটির সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তিনি দেশের দ্রুত শিল্পায়নে এগিয়ে আসার জন্য শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিবেশে ব্যাপক শিল্পায়ন। কলকারখানা তথা শিল্প স্থাপনের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে দেশী-বিদেশী শিল্পোদ্যোক্তারা পুঁজি নিয়ে এগিয়ে আসবেন না। দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে জর্জরিত বাংলাদেশ যুগ যুগ ধরে রয়ে গেছে এক দারিদ্র্যপীড়িত দেশ হিসাবে। দরিদ্র দেশে সমস্যার অন্ত নেই। দেশে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের অনেকেই স্কুলে যায় না। বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত মিলিয়ে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী বেকার। বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে আরও দ্রুত নিয়ে যেতে হলে সেই পথে এগোনোর প্রক্রিয়ায় এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ জন্য চাই যথাযথ পরিকল্পনা। চাই বিপুল পরিমাণ দেশী-বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ। চাই সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা এবং উদ্যোগ। তবে একই সঙ্গে এ জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশেই কেবল উন্নয়নের লক্ষ্যমুখী পরিকল্পনাগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব। সম্ভব পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা, ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। দেশকে উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কেবল রাজনৈতিক স্থিতিশীল-পরিবেশেই সম্ভব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার গুরুত্বই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।